

গঠন = অনুসার = স্থিতিকার = প্রণীকরণ = স্বয়ং ।

মাটির গঠন বলতে স্থিতিকার কণাগুলির অর্থোমিক অবস্থান তাদের পারস্পরিক বিন্যাসকে বোঝায়। মাটির স্তম্ভ কণা বিচ্ছেদ করে বায়ু কণা ও শিল্পীকৃত মাটির বিভিন্ন কণাগুলিকে চমকে বাধার বন্ধু হিসাবে ধরে ধরে এক মাটির গঠন কার্যকারী করে। মাটির গঠন প্রক্রিয়া স্থিতিকারিত কণা যে পারিমাণ রূপে ও কায়াকে নিম্নতর করে, তাহা মাটির আর্দ্রতা, হলের সাতমীলতা, অণুবেগন, অধিষ্ণতা, তাপের আন্তরালন, মাটির তরঙ্গায়ন, ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল।

উপরিউক্ত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে স্থিতিকারকে চার গঠনগত শ্রেণি থেকে আবিষ্কার চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেগুলি হল নিম্নরূপ -

1. → প্লাটের মতো গঠন।
2. → দানাবদ্ধ ও দুর্গন্ধকার গঠন।
3. → স্তম্ভের মতো গঠন।
4. → প্রিলমের মতো গঠন।

1. প্লাটের মতো গঠন:

পেট-এর আচ্ছন্ন প্লাট অক্ষয়, পেট-এর অক্ষয় গঠন, ইত্যাদির আয়তন থেকে প্লাটের আয়তন অনেক বড়। এর গঠন হলের পারস্পরিক মাঠে অক্ষয়িত।

প্লাটের মতো গঠন অত্যন্ত মাটির ঘির্নকরে দেয়া যায়। এরবনের গঠন অর্ধবৃত্তাকার ও কোমল কোমল স্থিতিকারে দেয়া যায়। এই গঠনের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে মাটির উপাদানগুলির চরিত্রের উপর। আবিষ্কার রূপে ও কায়াক সম্বন্ধে স্থূল উপকারণ থেকে উদ্ভূত মাটিতে ~~স্থূল~~ প্লাটের মতো গঠন দেয়া যায়।

2. দানাবদ্ধ ও দুর্গন্ধকার গঠন:

মাটির প্রাথমিক কণামাখি পরস্পরের মাঠে স্থূল হয়ে দানাবদ্ধ - পেট-এর স্থূলি করে। মাটির দানাগুলি পরস্পর-এর মাঠে স্থূল আলাদা করে লেগে থাকে। মনে আসমান্য তাপের দানাগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। হলে জুগল বন্ধ-অক্ষয়িত গঠনের মতো দানাবদ্ধ গঠনের মাটির বন্ধুগুলি বন্ধ হয়ে যায় না। মাটির দানাগুলির বেশি বাধা স্থূলি করার মনে দুর্গন্ধকার গঠনপ্রাপ্ত হয়। এই গঠনের মাটি আবিষ্কার বর্ধিতকরেই দেয়া যায়। বিচ্ছেদ করে যে স্থূলিতে হৈব পরস্পরের পরিমাণ বেশি থাকে। যেহেতু এই গঠনের আবিষ্কার দেয়া যায়।

3. স্তম্ভের মতো গঠন:

প্রক্রিয়ার গঠনে মাটির কণামাখি দানাবদ্ধ হয়ে হাতল বিচ্ছিন্ন আকারে বিদ্যমান করে। এর ইচ্ছা, প্লাট ও উচ্চতম প্রায় অক্ষয় হয়। এই গঠন

আর্দ্রতার মাপ 1 cm - 10 cm - পর্যন্ত হতে পারে। যখন স্তম্ভের দানাগুলি অক্ষয় থাকে এবং তল আয়তনমাত্রের মতো হয়, তখন এদের গঠনকে স্তম্ভাকৃতি বলা হয়। তদবধি যখন দানাবদ্ধ মাটি। অর্ধগোলাকার এবং অর্ধগোলাকার

সুতিকা, পলিইথিলিন, পডডলে, ন্যাটেকাইট ইত্যাদি বলায়িত সুতিকা প্রকারে উদাহরণ।

বিভিন্ন স্থানবাসী অঞ্চলে বিভিন্ন বলায়িত সুতিকা করে উচিত দেখা যায়। যেমন -

1. হিমালয় - সুতা সুতিকা।
2. শুক অঞ্চলে - ময় " সুতামি সুতিকা।
3. অরণ্যবহুল আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে - ন্যাটেকাইট সুতিকা।
4. সুতা অম্ল অরণ্য " " - পডডলে সুতিকা।

২. অভিবলম্বিত সুতিকা → এইরূপ সুতিকা আধিক্যত কোন না কোন স্থানীয় কারণে বলায়িত সুতিকার মতো মুক্তি হয়। ও এইরূপ সুতিকার সুবাসনের মুক্তি হয় তবে মর্দন অম্পূর্ণ সুবাসন হারিত হয় না। এই সুতিকা পরিণত সুতিকার মতো উচ্চ পরিণত হয় না। তবে স্থানীয় প্রকারের কারণে এখানে আরও বেশি উচ্চ দেখা যায়। বিশেষ করে ছাটের বস্তুরতা ও আদি-জিন্স সুতিকার মতো নতুন রূপ দেয়। জ্বালানশক্তি বা বেজিন্স এইরূপ সুতিকার উদাহরণ।

৩. অবলম্বিত সুতিকা → সুতিকাটির ক্ষেত্রে পরিমাণ অম্লের প্রমোহন হয়, অল্পে অল্পে অম্ল পায় না বলে সুতিকার সুবাসন অম্পূর্ণ থাকে। উর্দা, সুতিকা মর্দনের মত বিপণ্ডলি এখানে দেখা যায় না। এইরূপ অপরিণত সুতিকাগুলো অবলম্বিত সুতিকা বলে। এইরূপ সুতিকা প্রধানত: পর্বতের ছাড়া ঢাল অঞ্চলে বা নদী উপত্যকায় প্রতিবৃষ্টি নদীবাহিত পলি অম্লোহনের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়। পলিমাটি - এইরূপ সুতিকার সুবাসন অম্পূর্ণ উদাহরণ।

বিশেষ: বি. পর্বতপ্রায়ে জৈবিক অণুজীবিক সুতিকা আলাচনা করা হয় -

কপডমল সুতিকা :-

সূত্র: কপ ডায়াস 'জোলা' মোক 'পডডলে' শব্দটির উৎপত্তি হওয়ায়। আর অর্থ ২০-৪০% বা ৫০% পর্যন্ত। এই অর্থে সুতিকা বা হুইল হুইল সুতিকাকে পডডলে সুতিকা বলা হয়।

উৎপাদন: 50°-70° N অক্ষাংশের মধ্যস্থিত আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের পর্বতমাঠ ও অরণ্যবহুল অরণ্যক্ষেত্রে এই সুতিকার উৎপাদন লক্ষ্য করা যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আরও হিমালয় পর্বতক্ষেত্রের স্থানীয় অরণ্যক্ষেত্রে

২য় সূত্রের লক্ষ্য মাস।

উৎপত্তি কঠিন প্রক্রিয়া: পাতলা হলেই মিলে মিশে ২য় সূত্রের প্রক্রিয়ায়
সূত্রের উৎপত্তি পুর বা 'A' পুর থেকে
Ca, Mg প্রভৃতি ঘনিত লবণের উৎপত্তি এবং নিচের পুর
বা 'B' পুরে সূত্রের প্রক্রিয়ায় লোহা ও Fe_2O_3 উৎপত্তি
উৎপত্তি - এর উৎপত্তি এই প্রকার সূত্রের উৎপত্তি ঘটায়।

বৈশিষ্ট্য: i) সূত্রের গণনা, ii) ২য় সূত্রের উৎপত্তি লবণের উৎপত্তি
অপেক্ষা, iii) সূত্রের উৎপত্তি ~~উৎপত্তি~~ উৎপত্তি
সূত্রের উৎপত্তি ~~উৎপত্তি~~ উৎপত্তি, iv) সূত্রের উৎপত্তি
৪৬ সূত্রের উৎপত্তি নিচের (B) পুরে ৪৬ সূত্রের উৎপত্তি
বড়ের ২য়, v) ২য় সূত্রের উৎপত্তি উৎপত্তি উৎপত্তি, vi) ২য়
সূত্রের উৎপত্তি, অম্লীয়, সূত্র, উৎপত্তি উৎপত্তি।